দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 DEC 1987
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

15

মেডিকেলে ভর্তির নয়া পরীক্ষা পদ্ধতি

॥ খবর রিপোর্ট ॥

এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে।

এবারে ভর্তি পরীক্ষার প্রচলিত নীতিমালার পরিবর্তন করা হয়েছে। এবার থেকে পরীক্ষার্থীদের শতকরা চল্লিশজনকে জেলা কোটা ও অবশিষ্ট ষাটজনকে জাতীয় মেধার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে ভর্তি পরীক্ষার নতুন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। বৈঠকে স্বাসথ্য সচিব, যুগ্মসচিব, আটটি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালগণ, স্বাস্থ্য মহাপরিচালকসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে খসড়া ভর্তি পরীক্ষা নীতিতে জেলা কোটা পুরোপুরি তুলে নিয়ে শতকরা একশত ভাগই একশ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে জাতীয় মেধার ভিত্তিতে নির্ধারণের কথা বলা হয়েছিল।

বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার জন্য সেইসব ছাত্র-ছাত্রীই যোগ্য বিবেচিত হবেন যাদের এসএসসি ও এইচএসসিতে প্রথম বিভাগ রয়েছে। দুই পরীক্ষায় মোট বারশ' নাম্বার পেয়েও কোন ছাত্রের একটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ থাকলে তিনি ভর্তি পরীক্ষা দেবার সুযোগ পাবেন না। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় একশ' নম্বরের লিখিত পরীক্ষা হবে। তবে কোন মৌখিক পরীক্ষা হবে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে আবেদন জানান হয়েছে, এসএসসি ও এইচএসসি নিয়ে মোট বারশ' নাম্বার পেয়েও যার কোন একটি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের মেডিকেলে ভর্তি

শেষ পৃষ্ঠায় ২য় কলামে

মেডিকেলে ভর্তির

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পরীক্ষার সুযোগ দেয়ার জন্য। এদের অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যাসহ বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে বেশ ভাল নাম্বার পেয়েও বাংলা বা ইংরেজীতে খারাপ করায় দুর্ভাগ্যবশতঃ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ছাত্র হিসেবে অপেক্ষাকৃত ভাল হয়েও তারা বর্তমান ব্যবস্থায় ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন, এসব ছাত্রদের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের মেধা যাচাইয়ের সুযোগ দেয়া উচিৎ।

এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায়, ঢাকাসহ শহরভিত্তিক ছাত্ররা প্রাধান্যে চলে আসে। ঢাকা, চট্টগ্রাম শহরে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার আগে ছাত্রদের কোচিং-এর বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। কয়েক মাস কোচিং ক্লাস করার পর তারা ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এতে তারা ফলাফলও ভাল করে থাকে। কিন্তু মফস্বল শহরসহ গ্রামের ছেলেরা এ সুযোগ পায় না। এতে প্রকৃত মেধা যাচাইও হয় না।

অপরদিকে সংশ্লিষ্ট মহল জেলা কোটাও যথাযথভাবে পালিত না হবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সরকার নতুন জেলার ভিত্তিতে জেলা কোটার সিদ্ধান্ত নিলেও জেলা কোটা নির্ধারিত হয় পুরোনো জেলা ধরে। এ অবস্থা গত কয়েকবছর থেকেই চলে আসছে। এরফলে নতুন জেলার ছেলেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুযোগ পায় পুরোনো জেলার সদরের ছেলেরা। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা একটু কষ্ট স্বীকার করে এখনও পুরোনো জেলা হিসেবে কোটা নির্ধারণ না করে নতুন জেলা ভিত্তিক কোটা নির্ধারণ এবং তা যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী মেডিকেলে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।